R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২৮শে জানুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯্, সডাক ১০্

পুনশ্চ হাসপাতাল ঃ হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয়ে ভীত সবাই

বিমান হাজরা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের অরাজক অবস্থার জন্য এক শ্রেণীর নবাবপুত্তুর গোছের কর্মচারী যেমন দায়ী ঠিক তেমনি ডাক্তাররাও অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে সব কিছু দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার খবর রেখেও হাসপাতালের এস ডি এম ও ডাঃ এম সি মুখারজির সাধু সেজে থাকার চেষ্টার ফলে হাসপাতালে প্রসাশন ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। হাজার অপকর্ম ও অন্যায় করলেও 'নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ' হওয়ার আশঙ্কায় কর্মচারী বা ডাক্তারদের কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এস ডি এম ও'র নেই। শুক্রবারের ঘটনায় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। লালগোলার এক কর্মচারী আকবর সেখের বিরুদ্ধে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ এস ডি এম ও'র কাছে গেল। আকবর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন দু'জন কর্মচারীর অনুরোধে। ডাঃ মুখারজি অসহায়ের মত আকবরের দিকে চেয়ে রইলেন। ভাবটা এমনই—আমার উপর রাগ কোরো না যেন। আমি কিছু বলিনি। আকবরের উপর দুর্বলতার কারণ ষ্টোরের দুর্নীতি। ওষুধ থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত চুরি যাওয়ার বহু ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে পড়বেন অনেকেই। তাই গোকুল, আকবরেরা শত অপকর্মে অভিযুক্ত হয়েও বার বার রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। কয়েকদিন আগেই ষ্টোর থেকে লোপাট হয়ে গেছে প্রায় হাজার থানেক পেনিসিলিন। লোপাট হয়ে কোথায় গেল, কারা করল জানে অনেকেই। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার ভয়ে ভীত সবাই। কর্মীদের কথা থাক। ডাক্তারদের কথায় আসি। হাসপাতালের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অশ্বতর যুগে ডাক ও তার বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের ডাক-তার বিভাগের সুনাম আজ ডুবতে বসেছে। বর্তমানের দ্রুতগতির যুগে জনসাধারণ চাইছেন কুইক মেইল সার্ভিস, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ডাক বিভাগ কুইক তো দূরের কথা অশ্বের যুগ থেকেও পিছিয়ে পড়ে অশ্বতর যুগে এসে পৌঁছেচেন। কলকাতারই এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে চিঠি বিলি হ'তে লাগছে সপ্তাহখানেক। অন্যত্র তো কথাই নাই। তারবার্তা আরও ভয়ানক। কয়েক ঘন্টার স্থলে কয়েকদিন এমন কি সপ্তাহ লাগাও আর বিচিত্র নয়। কিন্তু কেন এই শ্লথ গতি? এ সম্বন্ধে গত ১৮ নভেম্বর ৮০তে পশ্চিমবঙ্গের ডাক ও তার বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য বলে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় এই শ্লথ গতির কারণ এক শ্রেণীর কর্মচারীর অঘোষিত নিয়মমাফিক কাজ। কিন্তু জনসাধারণের বক্তব্য, নিয়মমাফিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অখাদ্য রুটি সরবরাহের অভিযোগে মামলা

জঙ্গিপুর, ২৮ জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শহরাঞ্চল বিদ্যালয় খাদ্য বিতরণ পরিকল্পনায় জঙ্গিপুর পুরসভার রহমানপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে অখাদ্য পাউরুটি সরবরাহের অভিযোগে জঙ্গিপুর পুরসভা দাস বেকারির বিরুদ্ধ মামলা দায়ের করেছেন। স্কুলে রুটি সরবরাহের সময় পুরসভার ফুড ইনসপেকটর দেবীপ্রসন্ন রায়শর্মা কুড়ি প্যাকেট রুটি বেকারি ভেণ্ডারের কাছ থেকে আটক করেন। পরে সেগুলি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বহরমপুরে জেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগে পাঠানো হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় ওই রুটিতে ছাতা এবং হাই অ্যালকোহালিক অ্যাসিডিটি ধরা পড়ে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোরটের ভিত্তিতে জঙ্গিপুর পুরসভা দাস বেকারির মালিক অনিলকুমার দাসের বিরুদ্ধে প্রিভেনসন অব ফুড অ্যাডালটারেসন অ্যাকটের ৭ ধারায় জঙ্গিপুর আদালতে মামলা রুজু করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শহর এবং গ্রামাঞ্চল—সর্বত্র অখাদ্য রুটি বেকারিগুলি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

ম্যাকেঞ্জি হল সংস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ জানুয়ারী ম্যাকেঞ্জি হল সংস্কারের পর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক কস্তুরি গুপ্তা মেনন। ম্যাকেঞ্জি ট্রাষ্টের জরাজীর্ণ এবং দীর্ঘ অবহেলিত বাড়িটি সংস্কার করেন লুথেরান ওয়ারলড সারভিস সংস্থা। খরচ পড়ে চল্লিশ হাজার টাকা। এক সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রন জানান, ট্রাষ্টের সভাপতি হিসেবে কল্যাণের জন্য তিনি স্থায়ী

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিনিকিট ঃ মূল্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের ডঃ মিশ্রর নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের একটি পর্যবেক্ষক দল এ মাসের ১৬ তারিখে এসেছিলেন মুরশিদাবাদ জেলায় মিনিকিটের মূল্যায়ন করতে। মিনিকিট চলা উচিত কিনা, ফসলের উৎপাদন বাড়ছে কিনা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা উপকৃত হচ্ছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ছিল পর্যবেক্ষণের মুখ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্যে জেলায় ২৬টি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্যান্য বছরের মত এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসটি মহকুমার সর্বত্র মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল, সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি হাসপাতালে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে ফলমূল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমবেত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রন। লুথেরান

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কার ডিভিসন অফিস আহিরণে

বিশেষ সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের নির্দেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ফরাক্কা ব্যারেজের রাইট ব্যাঙ্ক প্রোটেকটিভ ওয়ার্কস ডিভিসন-এর নতুন অফিসটি আহিরণে চালু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারী থেকে। জায়গার চূড়ান্ত অভাব সত্ত্বেও গুটিকয় অফিসারের স্বার্থেই নাকি ওই নির্দেশ উপেক্ষার স্পর্ধিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমে ফরাক্কা দ্বিতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা ভারত আম্র প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা ব্লক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যে লালবাগ মহকুমার পরই জঙ্গিপুর মহকুমায় উল্লেখযোগ্য আমের ফলন হয়। অথচ জেলা কৃষি দপ্তর থেকে সে রকম প্রচার না থাকায় জঙ্গিপুর মহকুমার আমচাষীরা আমের ভালো ফলন থেকে বঞ্চিত হন। আমচাষীরা এ ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কেরালার ত্রিবান্দ্রমে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই মাঘ বুধবার, ১৩৮৭

বন্দীমুক্তি

বৎসরাধিককাল ধরিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি থমথম করিতেছিল। বারুদ-স্তূপ প্রস্তুত ছিল, অপেক্ষা শুধুমাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের, যে স্ফুলিঙ্গ সারা পৃথিবী জুড়িয়া রণতাণ্ডবের কারণ হইত এবং শান্তির ললিতবাণী' ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত হইত। পৃথিবীর বুকে আবার এক মহাশ্মশানদৃশ্যের অবতারণা হইত। আমাদের প্রবন্ধের উপজীব্য ইরাণে বাহান্নজন মারকীন বন্দীর মুক্তিলাভ। প্রায় ৪৪৪ দিন বন্দীদশা কাটাইয়া কয়েকদিন পূর্বে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন। ইরাণ ও মারকিন সরকারদ্বয়ের মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তির ফলশ্রুতি এই বন্দী-মুক্তি। মারকিন বন্দীরা ইরাণের কারাগারে দীর্ঘদিন ধরিয়া অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ডেমোক্লিসের খড়্গ উদ্যত ছিল, পড়িবার অপেক্ষামাত্র ছিল। কিন্তু যে অভাবনীয়তার মধ্য দিয়া বন্দীরা প্রায় মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, সেটা বড় কথা নয়। স্বস্তি এই যে, উক্ত হতভাগ্যেরা ভাগ্য-বান হইয়া স্বভূমিতে স্বজনদের সহিত মিলিত হইবেন অতি অচিরে, তাঁহাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণাদির পর।

উল্লেখিত বন্দীমুক্তি নিঃশর্ত নয়। আমেরিকাকে ইরাণের বাজেয়াপ্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হইয়াছে। অকল্পনীয় সে অর্থ, বিশেষতঃ এই দেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের কাছে। কয়েক লরী সোনা—স্বয়ং কুবেরের ভাণ্ডার ইরাণকে দিতে হইয়াছে।

বন্দীমুক্তির পরবর্তী অধ্যায় এখনই শেষ হইবে কিনা জানিনা; তবে নানা প্রচারণা ইতিমধ্যেই সক্রিয় হইয়াছে। মুক্ত মারকিনীরা নাকি বলিয়াছেন যে, ইরাণ সরকার কারা-গারে তাঁহাদের উপর অশনে-বসনে-শয়নে সর্বাবধ নির্যাতন চালাইয়া-ছিলেন। এই সুবাদে ইরাণী-মারকিনী ঠাণ্ডা লড়াই চলিবে কিনা, তাহা এখনই স্পষ্ট নয়। সমগ্র এশিয়াব্যাপী রুশচিন্তা আমেরিকার দিবারাত্র রহিয়াছে। তদুপরি আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের এশীয় নীতি কী রূপ লইবে, তাহা এখনই জানা যায় না।

রেগন সরকারের ভয় কিংবা আমে-রিকার প্রবল জনমত—কোন্‌টি যে বন্দীমুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, সে আলোচনায় না গিয়া এইটুকু বলা বলা যায় যে, ইরাণ সরকার বন্দীদের মুক্ত করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইরাণে এক বাণিজ্যিক সঙ্কোচনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধও বিশেষ অস্বস্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইরাণী অর্থনীতির ভিত্তিই হইল তৈল সম্পদ—ব্যবসায়, কৃষি নয়, শিল্পদ্রব্য নয়, কাজেই কিছু রাষ্ট্রের বাণিজ্য সঙ্কোচন নীতি তাহার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইরাণেও বর্ত্তমান সরকারের যে বিরোধী পক্ষ আছে, আর্থিক সঙ্কট প্রভৃতির কারণে তাঁহারাও জনসমর্থন লাভ করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর মার্কিন সরকার যে শর্তে বন্দীদের মুক্ত করিয়া আনিলেন, তাহা প্রাক্তন মারকিন প্রেসিডেন্টের এক বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। সব ছাড়াইয়া সুখের কথা বন্দীরা মুক্ত।

প্রজাতন্ত্র দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের রঘুনাথগঞ্জ অফিসে পতাকা উত্তোলন এবং যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। সাগরদীঘির চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির সভ্যরা পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করেন। রঘুনাথগঞ্জে বন্ধু সমিতির পরিচালনায় স্থানীয় এবং বাইরের অ্যাথলিটদের অংশ গ্রহণে ৪র্থ বার্ষিক রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বড়দের সাত কিলোমিটারে গঙ্গারাম ঘোষ, অশোক-কুমার দাস ও দীনেশচন্দ্র মৈত্র যথা-ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ছোটদের এক কিলো-মিটার প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে চাঁদলাল বিশ্বাস, মনোজকুমার দাস ও কিশলয় সেন।

নেতাজী জয়ন্তী: ২৩ জানুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সমগ্র মহকুমায় নেতাজী জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

আমে ফরাক্কা দ্বিতীয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠিত সারা ভারত কলা ও অন্যান্য ফল প্রদর্শনীতে বহরমপুর মহকুমার জলঙ্গী ব্লকের বিধপুর গ্রামের ফরি-জুদ্দন সেখ জায়ান্ট গভর্ণর জাতের প্রদর্শনীতে প্রথম এবং বহরমপুর ব্লকের খামরাপাড়া গ্রামের সুভাষচন্দ্র সরকার ওয়াশিংটন জাতের পেঁপে প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

পুনশ্চ হাসপাতাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শীল দম্পতিদের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ বারবার উঠেছে। সার্জি-ক্যালের দায়িত্ব নিয়ে গরীব মানুষদের গলা কাটা হচ্ছে। অকারণে হয়রান করা হচ্ছে রোগীদের চিকিৎসার গাফিলতিতে কারো আঙ্গুল যাচ্ছে, কাউকে হারাতে হচ্ছে হাত। ঢালাও টাকা রোজগারের জন্য ডাক্তাররা হাসপাতালের কোয়ার্টারের মধ্যে নার্সিং হোম ফেঁদে বসেছেন। কড়ি দিলেই গর্ভপাত থেকে সুরু করে সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে চেম্বারে। অথচ এদেরকেই বহরমপুর সদরে ট্রানস্‌ফার করে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে। বাড়ির প্রাইভেট রোগীদের পেছনে কয়েকজন ডাক্তারবাবু এত বেশী সময় দিচ্ছেন যে সরকারী নিয়মমত আউটডোরেও এরা আসছেন না।

নিয়মমত আউটডোরে সকাল ৮ টার মধ্যেই ডাক্তারবাবুকে হাজির হতে হবে। ডাক্তারবাবুদের সাক্ষাৎ মেলেনা ন'টা, সাড়ে ন'টার আগে। ডাক্তারবাবুদের কথা রোগী আসে না তাই তাঁরা অত সকালে আউটডোরে আসে না। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। ডাক্তারবাবুরা ঠিক সময়ে আসেন না দেখেই ভুক্তভোগী মানুষ-জন বেলা করে হাসপাতালে আসেন। প্রয়োজনে রোগীরা সকালে আসতে পারেন তার প্রমাণ বাড়ির চেম্বারে রোগীর উপচে পড়া ভিড়। দু'জন ডাক্তারবাবুর কথা শুনলুম যাদের কাছে হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়-স্বজনরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা চটে যান। রূঢ় ব্যবহার করেন। গরীব মানুষদের কাছে শুনেছি, আজও জঙ্গিপুর হাসপাতালে তদ্বিরের জোরেই চিকিৎসা হয়। যাদের উমেদারি নেই, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা উপেক্ষিত।

এতৎসত্ত্বেও গরীব মানুষজন ডাক্তার-বাবুদের কাছে একটা আবেদন পৌঁছে দিতে বলেছেন। তা হল, প্রাইভেট চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের দাক্ষণার হার যৎকিঞ্চিৎ কমানোর জন্য। এটা মফঃস্বল শহর। বেশীর ভাগই গরীব ঘরের মানুষ। হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে ব্যর্থ হয়েই তারা ডাক্তারদের চেম্বারে যায় একটু ভাল চিকিৎসা পাবার আশায়। তাদের স্বার্থের দিকটা চিন্তা করে ফি'এর অস্বাভাবিক হারটা একটু কমিয়ে দিলে ডাক্তার-বাবুদের কি খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে? একটু ক্ষতির বিনিময়ে হাজার হাজার মানুষের উপকারের জন্য এটুকু 'স্যাকরিফাইস' তাঁরা করতে পারেন কিনা—বহু গরীব মানুষ ডাক্তার-বাবুদের এটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছেন।

ডিভিসন অফিস আহিরণে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গেছে। কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের নির্দেশ ছিল রঘুনাথগঞ্জ ট্রানজিট কলোনীতে ফরাক্কা ব্যারেজের নিজস্ব বিস্তীর্ণ জায়গা ও ঘরে নতুন ডিভিসন অফিসটি চালু করার। কেন্দ্রের এ নির্দেশ মেনে যখন অফিস খোলার সব ব্যবস্থা পাকা, ঠিক তখনই স্বার্থান্বেষী অফি-সার গোষ্ঠীর চক্রান্তে আহিরণে তা স্থানান্তর হয়ে যাওয়ায় ভাঙ্গনে প্রতি-রোধের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নতুন অফিসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র হিসেবে আহিরণের পুরনো ডিভি-সনের একজিকিউটিভ মানিক কুণ্ডুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানিক কুণ্ডু-ই নাকি একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে সামান্য ওভারসীয়র থেকে একজি-কিউটিভে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। দিল্লীর এক পদস্থ অফিসার এরকম অনেককেই প্রমোশন পাইয়ে দিয়ে-ছেন বলে খবর। ফরাক্কা ব্যারেজের প্রশাসনে এই প্রমোশন পাওয়ার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান!

ম্যাকেঞ্জি হল সংস্কার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছু করতে চান। দখলদারদের উচ্ছেদ করতে পারলে ওখানে শিশু উদ্যান তৈরীর জন্য সরকারীভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুমোদনের প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন। তিনি জানান এখানে প্রায় ১৫০ পরিবার ট্রাষ্টের জায়গা দখল করে বসবাস করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের ঘরবাড়ি অথবা আগের খাস জমি ছেড়ে এসে ট্রাষ্টের জায়গা দখল করেছেন। মহকুমা শাসক আরো জানান, ট্রাষ্টের আয় থেকে জঙ্গিপুর—রঘুনাথগঞ্জ স্কুল-কলেজে বৃত্তিমূলক পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে।

মিনিকিট: মূল্যায়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্লকের মধ্যে আটটি ব্লককে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। ব্লকগুলি হল রঘুনাথগঞ্জ-১, সুতি-১, ভগবানগোলা-২, লালগোলা, বড়োঞা, কান্দী, বেলডাঙ্গা-১ ও বহরমপুর। ১৬ জানুয়ারী বহরমপুর কৃষি কারিগরি কনফারেনস হলে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিনিকিট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার। ১৭ জানুয়ারী পর্য বক্ষক দল কান্দী ও বহরমপুর ব্লক পরিদর্শন করেন। একই উদ্দেশ্যে ওই দল ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি আবার এই জেলায় আসবেন বলে রঘুনাথগঞ্জ-১ কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Superintending Engineer,
General Circle, P. W. D.
Public Works Department
Berhampore : Murshidabad
NOTICE INVITING (ABRIGED) TENDER
NO. 38 OF 1980-81

Tenders in Sealed Cover in Printed Tender Form as specified are invite for the work from eligible tenderers as per particulars given below as will be received by the under-moted Officer in his office as per time and date stated hereunder in Column 'K'.

a) Name of Work : Construction of administrative building of S. D. O. (Civil) at Jangipur in the District of Murshidabad.
b) Name of P. W. Division Concerned : Berhampore division No. I, (PWD) Berhampore, Dt. Murshidabad.
c) Contractors eligible to Submit Tender : Class-I enlisted PWD & Constn. : Board Contractors & Bonafide Outside Contract having experience in similar works.
d) Estimated value of work put to Tender : Rs. 16,79,214/-
e) Earnest Money : Rs. 20,000·00
f) Fixed deposit requirement from exemption from payment of Earnest Money : Rs. 50,000/-
g) Tender form to be submitted : One copy of WBF No. 2911 (ii) at Rs. and one copy of tender documents at Rs. 8/- I. G. Rs. 13 (Rs. Thirteen) only per set.
h) Time for completion of the work : 24 (Twenty four) months.
i) Last date & time limit form receipt of application : Upto 2 P. M. on 13-2-1981.
j) Last date & time limit for receipt of Tender : Upto 2 P. M. on 20-2-1981 (Friday)
k) Name & address of PWD Officer where Tender to be submitted : In the Office of the S. E. C. C., P. O. Berhampore, Dt. Murshidabad.

E/Money shall be deposited along with the tender in the form of acceptance by Govt. of W. Bengal. In case of Bank Draft, the E/Money be acceptable on condition that Collection charges (Bank charges) of, if required are paid by the Contractor. NSC/NDC or any other accept earnest money should be with name and style of the firm or the indiv. otherwise will not be acceptable. All intending eligible PWD & Const. Board enlisted Class-I Contractors must apply sufficiently ahead from last date of issuing Tender Form to the Ex. Engineer, (PWD) Berhampore Division No. I/II, P.O. Berhampore, Dist. Murshidabad and production validity certificate of uptodate clearance of Income Tax and Sales Constn. : Board enlisted Contractors of appropriate Class will have to produce necessary order of Govt. in favour of the Class in which he opts to Tender for under P.W.D.
Other particulars e. g. Schedule of items of work, detailed tender No. special terms & conditions etc. may be seen in the offices as per 'K' above.

NO TENDER FORM SHALL IN ANY CASE BE ISSUED ON THE DATE FIXED FOR OPENING OF TENDER

Permission for purchasing of Tender form by the Bonafide outside tractors will have to be obtained from the Supdg. Engr. (PWD) Central Circle, Berhampore, Murshidabad well in advance from the date of Ten Tender form will be issued by the Ex. Engr. (PWD) Berhampore Division II/for above upto 3 P. M. on all working days during office hourse exc-

Saturdays on which the same will be issued upto 12·00 hours. Intending Tenderers shall obtain tender form well in advance and no. complain with be entertained for non-getting of tender form due to unavoidable absence from the Hd. quarters of the Officer giving permission and/or Issuing Tender Paper or others.

Superintending Engineer, Central Circle. P.W.D

আমিও একদিন……

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জ্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্চ্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চড়কায় বোমাতংক

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারী—বেশ কিছুদিন ধরে রঘুনাথগঞ্জ থানার চড়কা গ্রামের মানুষজন বোমাতংকে ভুগছেন। হয় হামেশাই বোমা ফাটিয়ে সেখানে লুটপাট চলছে বলে খবর এসেছে। গত বৃহস্পতিবার কিছু দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র অবস্থায় বোমা ফাটাতে ফাটাতে এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে গুটিকয় ফলন্ত গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরদিন সেখানে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশের সন্দেহ, এইসব ঘটনার পেছনে এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি জড়িত। সে খুনসহ বেশ কয়েকটি মামলার আসামী ছিল। কিছুদিন আগে তারই নেতৃত্বে একদল লোক ভুরকুণ্ডার এক ব্যক্তিকে ফুলতলা মোড় থেকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় সুজাপুরে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ রাত্রে তাকে গাছে বাঁধা অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। এই সব ঘটনার পেছনে নাকি পঞ্চায়েত সদস্যদের মদত রয়েছে।

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
মেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

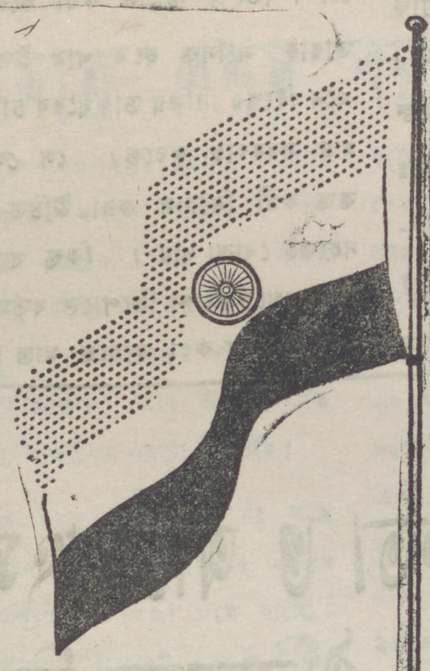

সাধারণতন্ত্র দিবসের আন্তরিক অভিনন্দন

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের জনগণ এক সার্বভৌম সমাজতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগত ৩১ বছরে আমরা একাধিক সাফল্য অর্জন করেছি।

আমরা—

- ☐ গণতন্ত্রের এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ তৈরী করেছি;
- ☐ দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যাভাব দূর করেছি;
- ☐ অতি শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম রূপে স্বীকৃত হয়েছি;
- ☐ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে গণ্য হয়েছি;
- ☐ সাফল্যের সঙ্গে তিনবার বহিরাক্রমণের মুকাবিলা করেছি এবং
- ☐ আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি।

তথাপি সর্বসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য এবং জীবন ধারণের মান উন্নত করার জন্য এখনও বহু করণীয় আছে।

এ কাজ একমাত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতির শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব।

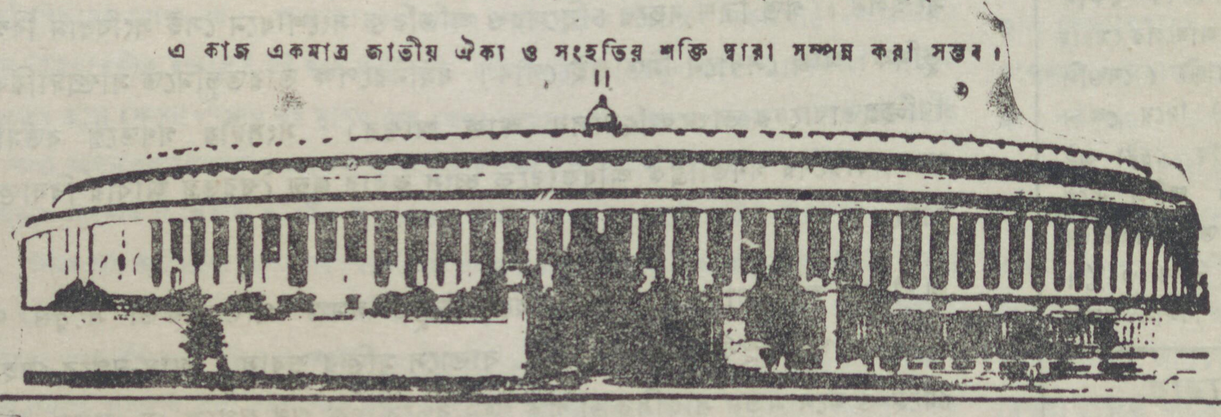

প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করুন
ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ দৃঢ়মূল করুন

davp

রহস্যজনক মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারী—২৪ জানুয়ারী মঙ্গলজন এর জিৎ সিং এর হোটেলে জিৎ সিং এর লরি চালককে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে ওই চালকের মৃত্যুটি নাকি রহস্যজনক। পুলিশ এটিকে একটি হত্যাকাণ্ড বলে অনুমান করছে। এ ব্যাপারে জনতার প্রহারে আহত হয়ে জিৎ সিং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারী—২১, ২২ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমা ভিত্তিক স্পোরটস অনুষ্ঠিত হবে। বালক, মহিলা ও পুরুষ বিভাগে ৩২ দফা প্রতিযোগিতায় নাম দেবার শেষ-দিন ১০ ফেব্রুয়ারী। প্রতিযোগিতা পিছু অংশ গ্রহণের ফি এক টাকা। খবরটি ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে। সরকারী সূত্রে জানা গেছে, ৭ ফেব্রুয়ারী মহকুমা স্কুল স্পোরটস এবং ৮ ফেব্রুয়ারী মহকুমা গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

ডাক ও তার বিভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজটি কি বস্তু? তাহলে কি অনিয়মমাফিক কাজই ডাক বিভাগের কাছে বাঞ্ছনীয়? তাহলেই কি এই ব্যাধি দূর হবে? সে কারণে জনসাধারণ অনুমান করেন, কর্তৃপক্ষের ঐ বক্তব্য সঠিক মূল্যায়ন নয়। এই দুরবস্থার নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে যা প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধা রয়েছে। অনুসন্ধানে যেটুকু জানা গেছে তা হল: ক্রমবর্ধমান কাজের বৃদ্ধির তুলনায় কর্মী ও সঠিক সরঞ্জামের অভাবই ডাক ও তার বিভাগের এই মুমূর্ষু অবস্থার জন্য দায়ী। ডাক-তার বিভাগে বর্তমানে কাজের বিভিন্ন অত্যাধুনিকধারা সংযোজিত হয়েছে, স্মল সেভিংসের জন্য বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রকল্প চালু হ'য়েছে। ফলে কাজের চাপ বেড়েছে, কর্ম পরিচালনায় দক্ষতার প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ তো হচ্ছেই না তদুপরি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থাও নাই। ব্রিটিশ আমলের মেয়াদ উত্তীর্ণ যন্ত্রপাতি ও গাড়ী (যেগুলি মেরামতেরও অযোগ্য) দিয়ে কোন রকমে কাজ চালাবার চেষ্টা এই অবস্থাকে আরোও জটিল করে তুলেছে। ডাক ও তার বিভাগে কর্মীসংখ্যার স্বল্পতা প্রায় ৩০%। কলকাতা শহরতলী ও বিমান বন্দর এবং হাওড়া শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন হতে ডাক আদানপ্রদানের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে ৬০/৬৫টি মেলভ্যান; কিন্তু আছে তার চেয়ে অনেক কম—প্রায় অর্দ্ধেক। তার উপর কলকাতার জনবহুলতার জন্য গতি বৃদ্ধিও সম্ভব নয়। ফলে ডাক আদান-প্রদানের বিলম্ব দিন দিন বাড়ছে। তদুপরি বর্তমানে ব্যয় সংকোচের নামে কর্মীদের অতিরিক্ত সময় খাটানোর ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা গড়ে তোলা হ'য়েছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোনেও সেই একই অবস্থা। কর্মীসংখ্যার স্বল্পতা এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করানো বন্ধ করে দেওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের লোকের অভাবে কাজই হচ্ছে না। তারবার্তা দৈনিক জমে যাচ্ছে, টেলিফোনের কল কার্যকরী হচ্ছে না।

ডাকটিকিট, খাম ইত্যাদির অভাবের মূলে বর্তমান পদ্ধতি অনেকাংশে দায়ী বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। পূর্বে নাসিক হতে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীতে ডাকটিকিট, খাম ইত্যাদি আনা হোত। সেখান হতে ডাকঘরগুলি ডাকটিকিট খাম এনে বিক্রি করতো। এখন সে স্থলে কলকাতায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ষ্ট্যাম্প ডিপো স্থাপন করা হয়েছে। তারাই নাসিক হতে খাম ইত্যাদি এনে দেশের বিভিন্ন ডাকঘরের চাহিদামত সরবরাহ করছে। সে ক্ষেত্রে কত কর্মী নিয়োগ করা উচিত তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু যতদূর জানা গেছে ষ্ট্যাম্প ডিপোতে বর্তমানে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে মাত্র ১২ জন। তাদের পক্ষে সরবরাহ সঠিকভাবে সমগ্র দেশের হেড পোষ্ট অফিসগুলিতে প্রয়োজনমত ও সঠিক সময়ে করা এক দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের বক্তব্য, প্রশাসনিক যে অসুবিধাই থাকুন না কেন তা যদি অতি সত্বর দূর করে ডাক ও তার বিভাগকে সবল করা না হয় তাহলে জনজীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে জনসাধারণের আবেদন তিনি এক ভাল করে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সত্বর মুমূর্ষু ডাক ও তার বিভাগকে সুস্থ ও সজীব করে তুলে জনজীবনের এই অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করতে এগিয়ে আসুন।

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা
পণ্ডিত ষ্টেশনার্স
রঘুনাথগঞ্জ

ছাব্বিশে জানুয়ারী!

সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের এক ঐতিহ্যময় দিন

ছাব্বিশে জানুয়ারী!

১৯৫০ সালে এই দিনটিতে ভারত সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হয়।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর ইতিহাস আরও প্রাচীন। আরও ঐতিহ্যময়। ১৯৩০ সালের এই দিনটিতে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে উৎসর্গীকৃত দিন হিসাবে পালন করে। সুদীর্ঘ দুই দশক এই দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। সাধারণতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হবার অনেক আগেই এক জাগ্রত জাতির সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের দিন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু অর্ধশতাব্দীর সেই পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ কি আজ সফল? রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তিন দশকের পরেও লক্ষ কোটি নিপীড়িতের স্বাধিকার কি প্রতিষ্ঠিত? সংবিধানের সীমিত অধিকারও কি সাধারণ মানুষের জীবনে স্বীকৃত?

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের সেই ঘোষণা। যেখানে ভারতকে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সম্মেলন। গত ত্রিশ বছরে চল্লিশেরও অতিরিক্ত সংশোধনে সেই সংবিধান বিক্ষত। রাজ্যের ভূমিকা আজ সেখানে নিতান্তই গৌণ। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার সন্ত্রাস। বিচ্ছিন্নতাবাদের তাণ্ডবে হিমালয় আজ অস্থির। সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমান সংবিধানে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য স্বৈরতন্ত্র আবার বিষাক্ত ফণা তুলতে চাইছে।

অতীতের অবহেলা ও অপশাসন থেকে উদ্ভুত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার আকাশে আজ সূর্যস্নানের ইঙ্গিত। বাতাসে মুক্তির সুবাস। গ্রাম-নগরে মেহনতী মানুষের দেহে ও মনে নতুন সাহসিকতা গত তিন বছরে এক সুখ স্বপ্নকে সে লালন করে এসেছে। সে স্বপ্ন স্বাধিকারের। গণতন্ত্রের। শোষণমুক্তির। তার কথায় ও কাজে আজ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি। স্থির প্রত্যয়ের ঘোষণা: 'জনগণই শেষ কথা বলেন।'

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ।

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।